ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ৩ ...

অভিমত

দূরশিক্ষণ শিক্ষার সম্প্রসারণ চাই

এম আখতারুজ্জামান

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি যেমন গড়ে ওঠেনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমনি বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি পর্যাপ্ত কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। ক্যাম্পাসভিত্তিক যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এ জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেকারত্ব নিরসনে অনেকেই স্বল্প বেতনে চাকরিতে ঢুকে পড়েছেন। কেউ কেউ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে স্কুলে শিক্ষকতা অথবা অন্য কোনো সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। দরিদ্রতার কারণে অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে সেখানে সীমিতসংখ্যক সিট থাকায় স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান শিক্ষার্থীই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। এটা একটা জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার ১৯৯২ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেন। এতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা কর্মজীবী থেকেও শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। কিন্তু চাকরিজীবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন মাত্রাতিরিক্ত অবস্থায় বেড়ে যাওয়ায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। এ কারণে সরকার ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট বা বিল পাস করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আইনগত ভিত্তি প্রস্তুত করে। এই আইনের অধীন দেশে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ প্রথম ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি দূরশিক্ষণ চালু করে। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বৈত পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর আরো তিন-চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।

ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে দূরশিক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতির কিছুটা কৌশলগত পার্থক্য থাকলেও মূলত শিক্ষার মানে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একই সিলেবাস, একই শিক্ষাক্রম, একই পরীক্ষা এবং সমপরিমাণ ক্রেডিট রাখা হয়। অভিন্ন বই পড়ানো হয়, একই বিষয়বস্তুর ওপর পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং অভিন্ন পদ্ধতিতেই ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। এ কারণেই দূরশিক্ষণ শিক্ষা আজ বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত ছাত্রছাত্রী ও কর্মজীবীদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ববহ ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছেন যারা আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানাবিধ কারণে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, অনেকে উচ্চশিক্ষা অসমাপ্ত রেখে চাকরিতে ঢুকে পড়েছেন, অনেক মা-বোন বাল্যবিবাহ বা অন্য কোনো কারণে উচ্চশিক্ষা লাভে সক্ষম হননি। তারা সবাই দূরশিক্ষণের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে অতি সহজেই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারছেন।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার খরচ যেমন কম তেমনি শিক্ষা উপকরণও এখানে সহজলভ্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবই মডিউল, অডিও, ভিডিও, সিডি ইত্যাদির মাধ্যমে এবং শিক্ষকগণের কাছ থেকে নির্দেশনা বা পরামর্শ নিয়ে অনায়াসেই পাঠ গ্রহণ ও প্রস্তুত করতে পারেন। এছাড়া মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ওভারহেড প্রজেক্টর, ইন্টারনেট প্রভৃতি মিডিয়াগুলোর সাহায্যেও সহজেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটি ও সত্ত মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত দূরশিক্ষণ শিক্ষা সম্প্রসারিত করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বিধায় দেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কর্মজীবী থেকেও অথবা গৃহিণীর দায়িত্ব পালন করেও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছেন। চাকরি ও অন্যান্য পেশার কর্মজীবীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে প্রমোশন লাভ করে অর্থনৈতিকভাবে যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছেন তেমনি আবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ফলে সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারীও হচ্ছেন। তাই দূরশিক্ষণ শিক্ষা আজ আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিগত ৬ অক্টোবর ২০০৪ বিয়াম (BIAM)-এ বাংলাদেশ পলিসি ফোরামের উদ্যোগে দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, ৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে দূরশিক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সেলিনা আখতার জাহান দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এ নিবন্ধের ওপর আলোচনায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও বরেণ্য শিক্ষাবিদগণ দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার আরো অগ্রগতি-উন্নয়ন করার পক্ষে সুচিন্তিত মতামত দেন।

পত্রপত্রিকায় দূরশিক্ষণ শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। এগুলো দেখে সরকারকে বাস্তবতার নিরিখে দেশের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে শিক্ষার অধিকতর সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গরিষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করাই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে দেশ, জাতি, সমাজের উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা অর্জন শুধু এ দেশের শহর বন্দরেই নয়, গ্রামগঞ্জের সাধারণ কর্মজীবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সহজলভ্য। এ শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমেরিকা, ফিলিপাইন, ভারত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান ও ইরান প্রভৃতি দেশ শিক্ষায় আজ অনেক অগ্রগামী হয়েছে। আমাদের দেশের গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সুবর্ণ সুযোগ।

অতএব দূরশিক্ষণ শিক্ষা বন্ধ নয়, বরং এর সম্প্রসারণ চাই। দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ মান্যবর কর্তাব্যক্তিগণসহ, সরকার এবং মাননীয় রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের তাগিদেই দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন সাধন করবেন- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ড. এম আখতারুজ্জামান : সহযোগী অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।